আগামী ১০ জানুয়ারির মধ্যে প্রকাশ হবে চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল। মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকের পর অধ্যাদেশ জারির জন্য নথিপত্র রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হবে। বৃ অধ্যাদেশ জারি হবে। এরপর প্রধানমন্ত্রী যেদিন সময় দেবেন সেদিনই ফল প্রকাশ হবে। এ শিক্ষার্থীদের ফল নির্ধারণের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

গত বছরের ১ এপ্রিল থেকে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরুর কথা থাকলেও করোনা সং হয়। শিক্ষার্থীদের জেএসসি এবং এসএসসির ফল গড় করে এইচএসসি সমমানের পরীক্ষার ফল জেডিসির ফলকে ২৫ এবং এসএসসির ফলকে ৭৫ শতাংশ বিবেচনায় নিয়ে ফল ঘোষিত হবে কমিটির প্রধান ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান অধ্যাপক নেহাল আহমেদ বলেছেন, ১০ জানু এইচএসসির গ্রেড মূল্যায়ন কমিটির এ সদস্য সচিব বলেন, এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা অধ্যাদেশ জারি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে রেজাল্ট এখনও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। অধ্যাদে করা হবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে ফল প্রকাশ করতে গেলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অধ্যাদেশ জারি করে বৈঠকে অধ্যাদেশ জারির বিষয়টি উত্থাপিত হবে। সেখান থেকে নথিপত্র মহামান্য রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি করবেন। তখন এইচএসসির ফল প্রকাশে আর কোন বাধা থাকবে না। এরপর সময় দেবেন সেদিনই ফল প্রকাশ হবে। আশাকরি সর্বোচ্চ ১০ জানুয়ারির মধ্যেই ফল প্রকাশ কর

এর আগে গত ২৯ ডিসেম্বর সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি বলেছিলেন, বিশেষ পরিস্ আইনী প্রক্রিয়া হিসেবে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি করতে হবে। অধ্যাদেশ জারির পর ফল প্রক এবার বিশেষ পরিস্থিতিতে ফল দেয়া হচ্ছে। ফল নিয়ে যদি কোন শিক্ষার্থী ক্ষুব্ধ হন তাহলে তি করতে পারবেন। তবে আশা করছি ফল নিয়ে কেউ অসন্তুষ্ট হবেন না।

পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা কোন বিষয়ে মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিতে চায়, তাদের ফল এসএসসি ও পাওয়া নম্বর গড় করে দেয়া হবে। টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নি বলেছেন, মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিতে চাওয়া শিক্ষার্থীদের জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় ওই রেজাল্ট দেয়া হবে। কারো ক্ষেত্রে যদি মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিতে চাওয়া বিষয়টি এসএসসি কিংব ওই বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়ের নম্বর গড় করে তার রেজাল্ট দেয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, যেহেতু রেজাল্ট নিয়ে সন্তুষ্ট না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিতে দেয়া কারো রেজাল্ট খারাপ হওয়ার আশঙ্কা নেই। আমরা সেভাবেই ফল তৈরি করার জন্য সফট বিষয়ের নম্বর যোগ করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চতুর্থ বিষয়ের নম্বরসহ এইচএসসির ফল প্রকাশ ক ব্যবহারিক বিষয় ছিল। এসএসসিতে ব্যবহারিক বিষয়গুলোর নম্বরসহ রেজাল্ট প্রকাশ করা হয়েছে ও সমমানের রেজাল্ট দেয়া হবে।

এদিকে এইচএসসি ফল প্রকাশের কাজ চললেও কারিগরি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শি সিদ্ধান্ত হয়নি। শিক্ষার্থীরা বলছেন, তাদের সমস্যা নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও কারিগরি শিক্ষা বো নেয়ার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। এর ফলে ভবিষ্যতের কথা ভেবে তারা হতাশ হয়ে প

পরীক্ষার্থীরা বলছেন, দীর্ঘ দশ মাস শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে রয়েছি। কোন অনলাইন ক্লাসও সরকারের কাছে অবিলম্বে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়ার দাবি জানাই।